দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 02 2006 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি বাতিলের দাবিতে চট্টগ্রাম থেকে আন্দোলন শুরু করছে ইসলামী দলগুলো

কওমী মাদ্রাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি বাতিলের দাবিতে চট্টগ্রাম থেকে আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছে ইসলামী দলগুলো। বিকৃত মৌলবাদ ও জঙ্গী মদদদানের অভিযোগ এনে কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে স্থানীয় পীর মাশায়েখরা বরাবরই সোচ্চার থাকলেও হঠাৎ করে সরকারী স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিবাদে বৃহত্তর মোর্চার মাধ্যমে যুগপৎ আন্দোলনের চিন্তাভাবনা চলছে। মূল ধারার মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়তুল মোদাররেছিনের পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে এ উদ্যোগ। আন্দোলনে জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের বাইরে থাকা প্রায় সব ইসলামী দলকে ভেড়ানোর চেষ্টা চলছে। এরমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে সুন্নীপন্থী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, জাতীয় সুন্নী আন্দোলন, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ, আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত, ওলামা ফ্রন্টসহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে।

আন্দোলনরত সংগঠনগুলো মনে করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল একটি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলেও নিছক ভোট রাজনীতির কৌশল হিসেবে সরকার হাবীপন্থী ইসলামী ঐক্যজোটকে খুশি করতে কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দান করেছে। খারেজী মাদ্রাসা হিসেবে ক্ষেত্রে অবকাঠামো নেই। বৃহত্তর চট্টগ্রামে এ ধরনের ৫ হাজার মাদ্রাসা রয়েছে বলে দাবি করা হয়। শিক্ষা পদ্ধতি অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও নিছক মতদ্বন্দ্বের কারণে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ কওমী মাদ্রাসা ও এতেহাদুল মোদাররেছিন নামে আলাদা বোর্ড। আবার কোন কোন মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শিক্ষা বোর্ডগুলোকে উপেক্ষা করে সরাসরি ঢাকা থেকে পরিচালিত হচ্ছে। এক সময় মধ্যপ্রাচ্যের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হত বেশিরভাগ কওমী মাদ্রাসা। আফগান যুদ্ধের পর বন্ধ হয়ে যায় বিদেশী অনুদান। উগ্র ইসলামী কর্মকাণ্ডের কারণে ঘুরেফিরে দেশের ভেতরে জঙ্গী মদদদানে এসেছে এসব মাদ্রাসার নাম। সম্প্রতি ফটিকছড়ি নানুপুর ওবায়দিয়া মাদ্রাসায় জঙ্গী প্রশিক্ষণের খবরে তদন্ত শুরু করেছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। গত বৃহস্পতিবার পটিয়ায় আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসা ছাত্রদের হামলায় আহত হয়েছে এলাকার প্রতিষ্ঠানসহ বাজারে ব্যাপক তাণ্ডব চালায় মাদ্রাসা ছাত্ররা। এর আগে ২০০২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জায়গাজমি সংক্রান্ত বিরোধে একই মাদ্রাসার ছাত্রদের হামলায় নিহত হয় এক কলেজ ছাত্র। হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, সীতাকুণ্ড, আনোয়ারাসহ বিভিন্ন এলাকায় কওমী মাদ্রাসাগুলোতে শারীরিক কসরতের নামে রাতের অন্ধকারে জঙ্গী প্রশিক্ষণের অভিযোগ রয়েছে।

কিন্তু সরকারের শেষ সময়ে এসে এসব মাদ্রাসার দাওরা ডিগ্রীকে মাস্টার্সের সমান দেয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে সুন্নীপন্থী আলেম ওলামা ও পীর মাশায়েখরা। বিশেষত, সরকার স্বীকৃত সাধারণ মাদ্রাসাগুলোর আলিমকে একযুগ আগে এইচএসসি সমমান দেয়ার পর শত আন্দোলন সংগ্রাম সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ফাজিল-কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী-মাস্টার্সের মান দেয়া হয়নি। সরকারী একচোখা নীতির কারণে করণীয় নির্ধারণে সরকারী মাদ্রাসাগুলোর চট্টগ্রাম নেতৃবৃন্দ গত সপ্তাহ জরুরী বৈঠক করেন। তারাও বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে জামায়াত-ঐক্যজোটের বাইরে সবকটি ইসলামী দলকে সঙ্গে নিয়ে কওমী মাদ্রাসা বিরোধী আন্দোলনে নামতে চায়।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মাওলানা এমএ মতিন জনকণ্ঠকে জানান, ঐক্যবদ্ধভাবে সুন্নীপন্থী ইসলামী দল ও সংগঠনগুলো মাদ্রাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি বাতিলের আন্দোলনে নামবে। বিকৃত মৌলবাদের ধারক এসব মাদ্রাসা সনদকে স্বীকৃতি দেয়ায় জঙ্গী তৎপরতা বাড়বে। প্রায় অভিন্ন মন্তব্য করেছেন ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক জয়নুল আবেদিন জোবাইর। তিনি বলেন, মাদ্রাসাগুলোকে জামায়াত ও ওহাবী আখড়া বানানোর সুগভীর ষড়যন্ত্র চলছে। উগ্র ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী কওমী মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকরা এক সময় সরকারী সনদ নেয়াকে হারাম মনে করত। কিন্তু ভোটের জন্য আজ সরকার তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এদিকে, কওমী মাদ্রাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতিকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মধ্যযুগে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত হিসেবে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ শিক্ষক। এক বিবৃতিতে তাঁরা জানান, এ ধরনের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিএনপি জাতিকে দেউলিয়াত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি